গাংনীতে অনূর্ধ্ব-১৭বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর উদ্বোধন

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) আন্তঃ ইউনিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৪ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গাংনী ফুটবল মাঠ ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে একই সাথে দুটি ভেন্যুতে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। গাংনী ও জোড়পুকুরিয়া ফুটবল মাঠে প্রধান অতিথি হিসাবে খেলার উদ্বোধন করেন,গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এসময় গাংনী ফুটবল টুর্নামেন্টের মাঠে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী,গাংনী উপজেলা পরিষদেও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারমীর হাবিবুল বাসার, ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান প্রমুখ।গাংনী মাঠে ষোলটাকা ইউনিয়ন একাদশ ৩ শুন্য গোলে রাইপুর ইউপিকে পরাজিত করে।

অন্যদিকে জোড়পুকুরিয়া ফুটবল মাঠেখেলার উদ্বোধন ঘোষনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান, সোহেল আহমেদ, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি রতন বিশ্বাস, জোড়পুকুরিয়া মাদ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, ম্যাচ কমিশনার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

জোড়পুকুরিয়া মাঠে মটমুড়া ইউপি একাদশ ২ শূন্য গোলে তেঁতুলবাড়ীয়া ইউপি একাদশকে পরাজিত করে। ধারা ভাষ্যে ছিলেন, পারভেজ সাজ্জাদ রাজা ও এফ আই মিল্টন। খেলা পরিচালনা করেন, বাফুফে’র রেফারী

আব্বাস আলী, আহসান হাবীব, ইয়াছির আরাফাত বিপ্লব, মাহবুব হোসেন, সাজেদুর রহমান সজল। খেলার রেকর্ড লিপিবদ্ধ করেন আমিরুল ইসলাম অল্ডাম ও সাবেক ক্রীড়া সমম্পাদক আতর আলী।

আরেক মুনিয়া কি শৈলকুপার রমা রানী বিশ্বাস ?

শৈলকুপায় আরেক মুনিয়ায় করুন পরিণতি ঘটেছে। প্রেমিকের কাছ থেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অবৈধ সম্পর্ক ফাঁস হওয়ায় আত্মহত্যা করেন ১৭ বছরের কিশোরী রমা রানী। লম্পট প্রেমিকের বিচারের দাবীতে গ্রামজুড়ে ক্ষোভে ফুসছে মানুষ।

ঘটনাটি ঘটেছে জেলার শৈলকুপা উপজেলার ত্রীবেনি গ্রামে। এদিকে আদালতের নির্দেশে রমা রানীর আত্মহত্যার বিষয়টি তদন্ত করতে শৈলকুপা থানা পুলিশ মাঠে নেমেছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ত্রীবেনী গ্রামের রমেন বিশ্বাসের মেয়ে রমা রানী শেখপাড়া বাজারে কম্পিউটার শিখতে যেতো নরেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে জিৎ বিশ্বাসের কাছে। তাদের দুইজনের বাড়ি একই গ্রামে। স্কুল জীবন থেকেই তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এক সময় গভীর সম্পর্ক তৈরী হয় জিৎ ও রমার মধ্যে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে রমার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে লম্পট জিৎ।

ত্রীবেনী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর সাহেব আলীর ভাষ্যমতে অবৈধ মেলামেশায় সম্ভবত গর্ভবতী হয়ে পড়ে রমা। জিৎকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলে সে অস্বীকার করে। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাড়িতে গেলে উল্টো জিৎ বিশ্বাসের বড় ভাই বিপুল বিশ্বাস রমার পারিবারকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়। এদিকে গর্ভে অনাগত সন্তানের ভবিষ্যাৎ, পারিবারিক ও সামাজিক চাপে বিষন্ন হয়ে পড়ে কিশোরী রমা রানী।

গত ৯ মার্চ রমা রানী বিষপানে আত্মহত্যা করে। রমার আত্মহত্যা ও আদালতে মামলা দায়েরের পর বিষয়টি নিয়ে গ্রামে শোরগোল শুরু হয়। ফাঁস হয়ে পড়ে দুই জনের গভীর প্রেমের সম্পর্ক। জিৎ ও রমার পরিবারের মধ্যে এ নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ। প্রভাব আর প্রতিপত্তিকে

কাজে লাগিয়ে লম্পট জিৎ পার পেয়ে যেতে থাকে। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে ত্রীবেনি গ্রামের কতিপয় মাতুব্বররা। কারণ রমা রানীর পিতা একেবারেই হতদরিদ্র। তাদের থাকার মতো ঘরও নেই। এদিকে বিচারের আশ্বাসে দিনক্ষন গুনতে থাকেন রমার পিতা রমেন বিশ্বাস। নিরুপায় হয়ে আদালতের শ্মরনাপন্ন হন রমেন।

গত ১৫ মে ঝিনাইদহের একটি আদালতে মামলা করেন তিনি। মামলা করার পরই রমা গর্ভবতী হয়ে পড়ার ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ে। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটি। মামলার পর মিডিয়া কর্মীদের নজরে আসে বিষয়টি।

রমা রানীর মা শোভা রানী জানান, কিশোরী রমা রাণী আমার ছেলের মতো ছিল। সংসারের সব কাজ এমনকি সে মাঠের কাজ পর্যন্ত সে করতো। তিনি অভিযোগ করেন, জিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে তার মেয়ের শত শত এসএমএস মোবাইলে রয়েছে। সেগুলো যচাই বাছাই করলেই সব ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে। তার মেয়ে অবৈধ মেলামেশায় গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলেন এমন কথা তিনি স্বীকার করে শোভা রানী বলেন, সমাজে যা রটে, তা কিছু না কিছ বটে। জিৎ বিশ্বাসের বিয়ের আশ্বাসে তার মেয়ে এমন ভুল পথে পা বাড়িয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি তার মেয়ের আত্মহত্যায় প্ররোচনার দায়ে জিৎ বিশ্বাসের বিচার দাবী করেন।

মেয়ের পিতা রমেন বিশ্বাস অভিযোগ করেন, আমার মেয়ের মৃত্যুর পর পোষ্টমর্টেম করেছে জিৎ এর বড় ভাই বিপুল বিশ্বাস। পুলিশকে ম্যানেজ করে আমাদের লাশের কাছেই যেতে দেয়নি। এমনকি আড়াই মাসে যতবার পুলিশ গ্রামে এসেছে আমাদের বাড়িতে আসেনি, গেছে আসামীদের বাড়িতে। আমাদের কোন বক্তব্য নেয়নি। তিনি বলেন আসামীর ভাগ্নে রিপন আমাদের ভারতে চলে যাওয়ার হুমকী দিচ্ছেন। তিনি আসামী জিৎ ও তার ভাই বিপুলের গ্রেফতার দাবী করেছেন।

স্থানীয় ইউপি মেম্বার সাহেব আলী অভিযোগ করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষনের আড়ালে জিৎ বিশ্বাস অশ্লিল কর্মকান্ড চালায়। বহু মেয়ে তার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই পরিবারের অপকর্মের জন্য এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম শুক্রবার বিকালে জানান, বৃহস্পতিবার কিশোরী রমার পিতার দায়ের করা মামলার আদেশ থানায় এসেছে। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। তিনি বলেন শৈলকুপা থানার সেকেন্ড অফিসার মামলাটি তদন্ত করে যথা সময়ে আদালতে প্রতিবেদন দিবেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সাংবাদিককে হুমকিদাতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করা বেকারি মালিকটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যাবস্থা নেবার দাবী তুলেছে সচেতন মহল সহ এলাকাবাসী।

বেকারিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন পরিচালকের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

গাংনীর বামন্দী থেকে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দীতে অভিযান চালিয়ে ২১ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় ডিবির এসআই হাবিবুর রহমান নেতৃত্বে এএসআই আহসান হাবীব ও এএসআই হেলাল উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটকৃতরা হলেন বামন্দী নিশিপুর ক্যাম্প পাড়ার মোয়াজ্জেম আলীর ছেলে মাসুদ রানা (১৯) ও ছাতিয়ান পশ্চিম পাড়ার মৃত জমির উদ্দীনের ছেলে শামীম রেজা (২৬)।
ডিবির ওসি জুলফিকার আলী জানান, আসামিদের গাংনী থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় জামে মসজিদে টিউবওয়েল স্থাপন করে দিলেন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

০১৭৭১-৮৬১২৮৮ নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তার পরিবার।

মেহেরপুর সদরের পিরোজপুর গ্রাম থেকে চোরাই গরু উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের যাদুখালি ক্যাম্প পাড়া থেকে ১ টি চোরাই গরু উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক সকাল ৯ ঘটিকার দিকে যাদুখালি ক্যাম্প পুলিশ একই পাড়ার ঠান্ডুর ছেলে আাশাদুল হক আাসাদ (৩৫) এর বাড়ী থেকে গরুটি উদ্ধার করে।

ঘটনাস্থল থেকে জানা যায়, বুধবার দিন গতরাত্রে গাংনী থানাধীন ভোমরদাহ গ্রামের তোজাম্মেল হকের ছেলে মিরাজ আলীর একটি গরু চুরি হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে গরুর মালিক মিরাজ আলী গোয়ালে গিয়ে দেখে তার গরু নাই। তখন থেকেই শুরু হয় খোঁজাখুঁজি, খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে তারা পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারে যে, মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে একটি চোরাই গরুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

পিরোজপুর গ্রামে এসে মিরাজ আলী তার গরুটি শনাক্ত করে। যাদুখালি পুলিশ ক্যাম্প এর টুআইসি এটিএসআই আনিসুর রহমান বলেন আমরা খবর পেয়ে যাদুখালি ক্যাম্প পাড়ায় আসাদুলের বাড়ি থেকে চোরাই গরুটি উদ্ধার করি। এ সময় আসাদুল পলাতক ছিল। মেহেরপুর সদর থানার এসআই আব্দুল হান্নান বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং গরুটি ক্যাম্প হেফাজতে নিই।উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আইনি প্রক্রিয়ায় গরুর মালিককে গরু ফেরত দেওয়া হবে।

দর্শনা বন্দরে ১১ দিনে ১১ করোনা পজেটিভ:মিলতে পারে ভারতীয় ভেরীয়েন্ট

আহসান হাবীব মামুন/ ফরহাদ হোসেন, দর্শনা

দর্শনা বন্দর দিয়ে গত আট দিনে ভারত থেকে ফিরলেন ৬৯৩ জন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী। যারা দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন ১২ জন। এর মধ্যে একজন নারীসহ করোনা পজিটিভ ১১ জন। করোনা সনাক্ত হওয়ায় তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা করোনা বিশেষায়িত হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বাকীদের ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে।

বন্দরে র্যাপিড এন্টিজেন টেস্টে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও তাদের পিসিআর এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর জন্য বন্দরে ছয় সদস্যের মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

এদিকে ৯ জন পজিটিভ রোগীর নমুনা আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট শনাক্তের জন্য । এদের মধ্যে ৩ জনের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্স করার জন্য আইইডিসিআর পরীক্ষাগারে রেখেছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। এই ৩ জনের নমুনায় ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট থাকতে পরে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডাঃ এসএসএম মারুফ হাসান জানান, চুড়ান্ত ফলাফল আসলেই জানা যাবে তাদের শরীরে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট আছে কিনা?

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে গত ১৭ এপ্রিল থেকে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী আসতে শুরু করে। এসব যাত্রীদের জন্য প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত ইমিগ্রেশনের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে দুদেশেই।

এ ছাড়াও যারা গুরুত্বর রোগী যেমন ক্যান্সার, হার্ট এবং অন্যান্য অপারেশন করতে ভারতে গিয়েছিলেন তাদের হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। সেখানে তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন।

বাংলাদেশের কলকাতা দূতাবাস থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট যাদেরকে দেয়া হয়েছে তারা যেকোন দিন দর্শনা বন্দর চেকপোস্ট দিয়ে ফিরতে

দর্শনায় রেল কলোনীতে ১ সন্তানের জননীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার।

দর্শনা অফিসঃ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রেল কলোনী পাড়ার স্বামী পরিত্যক্ত খুশি
(২৮) নামের এক গৃহকর্মী পারিবারিক কলোহর জের ধরে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী জানায়, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার (মোবারকপাড়া) রেল কলোনী পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে খুশি খাতুন
(২৮) তার নিজ ঘরে বাশের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

স্থানীয়রা বলেন, প্রায় ১০ বছর আগে দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ার শওকত মিয়ার ছেলে আরিফ (৩২) এর সাথে বিচ্ছেদ (তালাক) হয়ে যায়। এরপর থেকে খুশি তার মায়ের বাড়ি মোবারকপাড়া কলোনিপাড়াতে বসবাস করে আসছিল। তার একটি মাদরাসা পড়ুয়া ছেলে আছে। নিহত খুশি তার মায়ের বাড়িতে থেকেই আশেপাশে বাড়িতে কাজ করে নিজের খরচ চালাতো। হঠাৎ গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে সে নিজ ঘরে বাশের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তার বড় ভাই জনি, ভাবি মোমেনা খাতুন ও ভাবির মেয়ে জয়া খাতুন। উক্ত ঘটনা টের পেয়ে তাহাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নিচে নামিয়ে তাৎক্ষণিক স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার পান্নার কাছে নিয়ে যায়। তখন পান্না ডাক্তার উক্ত ব্যক্তিকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মৃতর মরদেহ তাদের নিজ বাড়ি ফেরত নিয়ে যায়। তার মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে বাড়ির লোকজন সঠিক কোন কারন বলতে পারেনি। তবে আশপাশের লোকজনের ধারনা হয়তো পারিবারিক কলোহ।

মৃতর মা জানায়, তার মেয়ে খুশির গলায় ও পেটে সমস্যা আছে এবং অনেক জায়গায় চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু ভালো হয়নি। এবিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর রহমান কাজল মৃত্যুর

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে এদিকে একই এলাকার ডলির ছেলে সাগরের বিরুদ্ধে নানামুখী গুঞ্জন উঠেছে। এবিষয়ে সাগরের সাথে কথা বল্লে তিনি বলেন, এসব ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে মিথ্যা কথা রটনা করছে এলাকার কিছু মানুষ। খুশি আপা আমার এলাকার বোন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে ছিল।

মামুনুলের পক্ষে বক্তব্য দেওয়ায় চাকরিচ্যুত সেই এএসআই গোলাম রাব্বানীর

হেফাজত ইসলামের নেতা মামুনুল হকের পক্ষ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক লাইভে এসে বক্তব্য দেওয়ায় কুষ্টিয়া পুলিশের সেই সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) গোলাম রাব্বানীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৩ মে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. খায়রুল আলম এএসআই গোলাম রাব্বানীর চাকরিচ্যুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, এএসআই গোলাম রাব্বানীর গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর জেলায়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তিনি কুষ্টিয়া শহরের কমলাপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি কুষ্টিয়ার ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত ছিলেন।

গত ৩ এপ্রিল এএসআই গোলাম রাব্বানী পুলিশের পোশাক পরে ফেসবুক লাইভে আসেন। সেখানে মামুনুর হকের পক্ষে তার বক্তব্যটি ভাইরাল হয়ে যায়। পরে পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. মুহিদ উদ্দিন বিষয়টি তদন্ত করার জন্য কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. খাইরুল আলমকে নির্দেশ দেন।

পুলিশ সুপার জানান, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৩ মে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর সাবেক এএসআই গোলাম রাব্বানী কুষ্টিয়া